

## লালসালু উপন্যাসের মূলভাব

লালসালু বাঙালি লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস, যা ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিবেচিত এই উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪০ কিংবা ১৯৫০ দশকের বাংলাদেশের গ্রামসমাজ হলেও এর প্রভাব কালোত্তীর্ণ। এই পোস্টে লালসালু উপন্যাসের মূলভাব সহজ ভাষায় আপনাদের কাছে তুলে ধরা হলো।

লালসালু উপন্যাসটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকর্ম যা ধর্মব্যবসার কূটকৌশল ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি তীব্র সমালোচনা। লালসালু—এই নামটি আসলে লাল রঙের কাপড়ের সাথে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে লাল কাপড়ের বিশেষ কোনো গুরুত্ব না থাকলেও, এর উজ্জ্বল রঙ ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। কবরের ওপর লাল কাপড় বিছালে সেই কবর সাধারণ কবরের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, মাজারে পরিণত হয়। মানুষ তখন সেই মাজারে জেয়ারত করে, দোয়া পড়ে, শিরনি দেয় এবং অর্থ প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাজার ধর্মীয় ভক্তি ও শোষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যা বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে একটি গভীর প্রভাব ফেলে।

উপন্যাসের পটভূমি ও কাহিনী: লালসালু একটি সামাজিক উপন্যাস যা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং ধর্মীয় ভীতির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। এর কাহিনীতে মজিদ নামের এক স্বার্থপর ও ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী, যার চরিত্র পুরো উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। মজিদ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে মহব্বতনগর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন, যেখানে তিনি মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে স্থান পান। এই গ্রামের কাছে একটি অগুণ্ডিত কবর ছিল, যা মজিদের আগমনের পর এক বিশাল মাজারে পরিণত হয়। মজিদ দাবি করেন যে কবরটি একটি ‘মোদাচ্ছের’ (অপরিচিত) পীরের এবং তার আগমন গ্রামে মাজারের তদারকি করার জন্যই। গ্রামবাসীরা মজিদের কথায় বিশ্বাস করে এবং আতঙ্কিত হয়ে কবরটি পরিষ্কার করে লালসালু দিয়ে ঢেকে মাজার বানিয়ে ফেলে। এরপর, মজিদ মাজারের খাদেম হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং মাজারটি তার ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হয়ে যায়। বেশ কিছুদিনের মধ্যে, মজিদ গ্রামের সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রচার করে। এভাবেই, মজিদ কুসংস্কার ও ধর্মীয় ভীতির মাধ্যমে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তার নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

মজিদ কবরের ওপর লাল কাপড় বিছিয়ে, মাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে ভয়, ভক্তি, এবং শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। তার চক্রান্তের মাধ্যমে তাহের ও কাদেরের বাবা নিখোঁজ হয়ে যায় এবং আওয়ালপুরের পীরকে পরাজিত করে। প্রথম স্ত্রীর তালুক, যুবক আব্বাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিদ্রূপ এবং তাকে গ্রামছাড়া করা—এসবের মাধ্যমে মজিদ তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে। মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা, একজন সহজ-সরল মেয়ে, কিন্তু মজিদের আচরণ ও শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে, গ্রামবাসীরা মজিদের কাছে প্রতিকার চাইতে আসে। কিন্তু মজিদের প্রতিক্রিয়া হতাশাজনক। তিনি তাদের কোন সাহায্য না করে শুধুমাত্র ধমক দেন—“নাফরমানি করিও না, খোদার ওপর তোয়াক্কেল রাখো।

লালসালু উপন্যাসটি ধর্মব্যবসায়ীদের কুসংস্কার ও শোষণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ। মজিদ চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মের অপব্যবহার এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্বের লড়াইয়ের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। মজিদ ধর্মকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তার মাজারকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

## লালসালু উপন্যাসের মূলভাব সংক্ষেপে

নিচে লালসালু উপন্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

লালসালু সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যা ধর্মব্যবসা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে। উপন্যাসের নাম লাল কাপড়ের সাথে সম্পর্কিত, যা ধর্মব্যবসায়ীরা কবরকে মাজারে রূপান্তরিত করতে ব্যবহার করে। মজিদ নামের এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী কবরের ওপর লাল কাপড় বিছিয়ে, কবরটিকে মাজারে পরিণত করে এবং গ্রামের মানুষের ভয় ও শ্রদ্ধা অর্জন করে।

মজিদ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে মহব্বতনগর গ্রামে এসে একটি পুরনো কবরকে মাজার বানায়, যেখানে তিনি খাদেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মজিদ ধর্মীয় ভীতি ও কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে এবং নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। তার প্রভাব বিস্তার এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে অশান্তি চলার মাঝে, মজিদ শিলাবৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সাহায্য না করে শুধুমাত্র ধমক দেয়।

উপন্যাসটি ধর্মের অপব্যবহার এবং শোষণমূলক প্রথার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ জানায়, এবং মজিদের চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় ভয় ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে।

**Visit: [sohagschool.com](http://sohagschool.com)**